بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

তাগুত

সংকলন ও সম্পাদনায়
আবু আব্দুল্লাহ

প্রকাশনায়ঃ
আল মাগাযী প্রকাশনী

সূচীপত্র

১। তাগুতের পরিচয়। ০৩
২। তাগুতের বৈশিষ্ট্য। ০৫
৩। তাগুতের প্রকারভেদ। ০৭
৪। প্রধান প্রধান তাগুত। ০৮
৫। তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা। ১৮
৬। আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাগুতকে বর্জনের অপরিহার্যতা।..... ২১
৭। তাগুতকে কিভাবে অস্বীকার করবেন। ২৫
৮। তাগুতের ইবাদতকারী কাফির, মুশরিকদের সাথে আচরণনীতি।. ২৭

তাগুতের পরিচয়

আভিধানিক অর্থঃ সীমালঙ্ঘনকারী, আল্লাহদ্রোহী, বিপথে পরিচালনাকারী।

ওয়াহিদী বলেন, সকল অভিধান বিশারদ বলেছেন, **طاغوت** (তাগুত) প্রত্যেক ঐ জিনিসকে বলে যাকে আল্লাহর পরিবর্তে ইবাদত করা হয়।

طاغوت (তাগুত) শব্দটি একবচন, দ্বীবচন, বহুবচন, পুংলিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ একইরূপ হয়ে থাকে। কখনো এটি বহুবচন হিসেবে **طواغيت** (তাওয়াগীত) ব্যবহৃত হয়।

পারিভাষিক অর্থঃ

*শরীয়তের পরিভাষায়, এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই **طاغوت** (তাগুত) যে, আল্লাহদ্রোহী হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন করেছে, আর আল্লাহর কোনো হককে নিজের দিকে সম্পর্কযুক্ত করেছে এবং এমন বিষয়ে নিজেকে আল্লাহর সাথে সমকক্ষ বানিয়েছে যা একমাত্র আল্লাহর জন্য খাস।

*ইবনে জারীর (রহঃ) **طاغوت** (তাগুত) এর সংজ্ঞা সংক্রান্ত সালাফদের মতভেদ উল্লেখ করে মন্তব্য করেন, আমার নিকট তাগুত বিষয়ে সঠিক মত হচ্ছে, এটা আল্লাহর প্রত্যেক অবাধ্য ব্যক্তি বা বস্তু যাকে তার (আল্লাহর) পরিবর্তে ইবাদত করা হয়। এটা তার উপর বল প্রয়োগের মাধ্যমে হতে পারে কিংবা তার গোলামের তার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে হতে পারে। আর উক্ত পূজনীয় ব্যক্তি বা বস্তু মানুষ, শয়তান, মূর্তি কিংবা যে কোন ব্যক্তি বা বস্তু যাই হোক না কেন।
(তাফসীর ইবনে জারীর, ৩য় খন্ড ২১ পৃঃ)

*ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিই তাগুত যে তার সীমা অতিক্রম করে ইবাদত, অনুসরণ অথবা আনুগত্যের মাধ্যমে। অতএব, প্রত্যেক জাতির ঐ ব্যক্তিই হচ্ছে **طاغوت** (তাগুত) জাতির (কওম) লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার-ফয়সালা চায়। (ই'লামুল মুকিঈন ৪০/১ পৃষ্ঠা)

*শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কিতাব ছাড়া যার কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া হয়, তাকেই **طاغوت** (তাগুত) নামে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার-ফয়সালা কারীই **طاغوت** (তাগুত)।

(মাজমুউল ফাতওয়া ৭০১/৭৮ পৃঃ)

*ইমাম মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, **طاغوت** (তাগুত) হচ্ছে মানবরূপী শয়তান। যার নিকট মানুষ তাদের বিবাদ নিয়ে উপস্থিত হয় এবং তাকে বিচারক মেনে নেয়।

(তাফসীর মুজাহিদ, তাহক্বীক আব্দুর রহমান সূরাতী ১ম খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা)

*ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন- الطَّاغُوتُ مَا يَعْبُدُ مِن دُونِ اللّهِ

এমন প্রত্যেক জিনিসকেই **طاغوت** (তাগুত) বলা হয়, আল্লাহ তা'আলাকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়। (ফাতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শাওক্বানী)

*সাইয়্যেদ কুতুব (রহঃ) বলেন, **طاغوت** (তাগুত) বলতে সেই সব ব্যক্তি ও ব্যবস্থাকে বুঝায় যেগুলো ঐশী দ্বীন এবং নৈতিক, সামাজিক ও আইন শৃঙ্খলাকে অবমাননা করে এবং আল্লাহর নির্দেশিত বা তাঁর দেয়া দিক নির্দেশনা থেকে উদ্ভুত নয় এমন সব মূল্যবোধ ও রীতিনীতির ভিত্তিতে এই জীবন ব্যবস্থা পরিচালনা করে। (তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন)

*সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী (রহঃ) বলেন, কুরআনের পরিভাষায় **طاغوت** (তাগুত) এমন এক বান্দাকে বলা হয়, যে বন্দেগী ও দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু এবং রব হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে নিজেদের বন্দেগী ও দাসত্বে নিযুক্ত করে। (তাফহীমুল কুরআন)

*ইমাম আত্ তাবারী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর দেয়া সীমালঙ্গনকারী মাত্রই **طاغوت** (তাগুত) বলে চিহ্নিত, যার অধিনস্থ ব্যক্তিরা চাপের মুখে তার ইবাদত করে বা তাকে তোষামোদ করার জন্য বা তার আনুগত্য প্রকাশ করার জন্য তার ইবাদত করে। এ **طاغوت** (তাগুত) উপাস্যটি মানুষ কিংবা শয়তান বা মূর্তি অথবা অন্য যে

কোন বস্তু হতে পারে। (তাফসীর তাবারী, সূরা বাকারাহ ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর)

তাগুতের বৈশিষ্ট্য

পবিত্র কুরআনের চারটি আয়াতে তাগুতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো-

প্রথম আয়াতঃ

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

অর্থঃ যারা তাগুতের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমূখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।

(সূরা যুমার ৩৯ঃ১৭)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, তাগুত হল সেই غير الله (গায়রুল্লাহ) যার ইবাদত করা হয়ে থাকে, যাকে মান্য করা হয়, এবং যার একনিষ্ঠ অনুসরণ করা হয়, অথচ তা হারাম এবং নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় আয়াতঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً

অর্থঃ তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগুতকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে। (সূরা নিসা ৪ঃ৫১)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তাগুত হল এমন غير الله (গায়রুল্লাহ) যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

তৃতীয় আয়াতঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফয়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তাকে (তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর শয়তান চায় তাদেরকে ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।

(সূরা নিসা ৪ঃ৬০)

এ আয়াতে দেখা যায় যে, তাগুত হল এমন غير الله (গায়রুল্লাহ) যার নিকট বিচার ফয়সালা চাওয়া হয়। অর্থাৎ মানব রচিত সংবিধানের বিচার ফয়সালাকারী বিচারকগণ। আর যারা তাগুতের অর্থ শুধু শয়তান বলে থাকেন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এ আয়াতেও কি তাগুত অর্থ শয়তান করবেন? শয়তানের এমন কোন এজলাস আছে কি যেখানে মানুষ দলে দলে তার কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে যায়?

চতুর্থ আয়াতঃ

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الَّذِينَ آمَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِيَاء الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। (সূরা নিসা ৪ঃ৭৬)

এ আয়াতে দেখা যায় যে, তাগুত হল সেই غير الله (গায়রুল্লাহ) শক্তি, যার ইবাদত করা হয়, যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, যার কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় এবং যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাকে প্রতিষ্টা করার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করা হয়। এবং একমাত্র কাফিররাই এই তাগুতের ইবাদত করে।

তাগুত এর প্রকারভেদ

তাগুত মোট ২০ প্রকার। যথাঃ-

১। শয়তান: গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী শয়তান।

২। প্রবৃত্তি বা নফস্: আল্লাহর হুকুম পালনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী নফস বা প্রবৃত্তি।

৩। যাদুকর: ইলমুল গায়বের দাবীদার যাদুকর।

৪। জ্যোতিষি বা গণক: ইলমুল গায়ব বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অধিকারী দাবীদার গণক বা জ্যোতিষি।

৫। বিচারক: আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী যে বিচার ফয়সালা করে না।

৬। আল্লাহর পরিবর্তে আইন রচনাকারী ব্যক্তি।

৭। স্বয়ং আইন রচনা করা।

৮। আল্লাহর পরিবর্তে স্বয়ং কোন সত্ত্বা বা জাতকে ভালোবাসা। (শাসক, আলিম বা শাইখ, দলীয় নেতা, দেশ, জাতি, বংশ, নারী, সম্পদ, মদ ইত্যাদি এছাড়া নেশা জাতীয় সকল দ্রব্য)।

৯। আল্লাহর পরিবর্তে স্বয়ং কোন সত্ত্বা বা জাত এর অনুসরণ করা। (শাসক, আলিম বা শাইখ, দলীয় নেতা, দেশ, জাতি, বংশ, নারী, সম্পদ, মদ ইত্যাদি)।

১০। দেশ এবং দেশীয়। (আল ওয়াতান ওয়াল ওতানিয়া)

১১। জাতি এবং জাতিয়তা। (সাধারণত এটি হয়ে থাকে ভাষা, ইতিহাস, ভূখন্ড এবং সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। (সূরা তাওবাহ ৯ঃ৭১, সূরা কাহাফ ১৮ঃ১০৩, সূরা ক্বালাম ৬৮ঃ৩৫, সূরা হুজরাত ৪৯ঃ১০,১৩)

১২। মানবতা ও মানবতাবাদী।

১৩। জনগণ বা জনতা। (যখন এই জনগণ আইন রচনা করার ক্ষমতা পাবে তখন তারা তাগুত হবে)।

১৪। কিছু কিছু সংখ্যাধিক্য বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাগুত।

১৫। গণপরিষদ বা গণমন্ত্রণালয়।
১৬। জাতিসংঘ।
১৭। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠণ বা দল। (যখন দলকে কেন্দ্র করে আল ওয়ালা ওয়াল বারা'আ হবে তখনই সে তাগুত)।
১৮। মূর্তি, পাথর, গাভী, কবর, ছবি, ক্রুশ ইত্যাদি এগুলোও তাগুত।
১৯। গণতন্ত্র। (সূরা আনয়াম ৬ঃ১৩৬)
২০। আল্লাহর পরিবর্তে যারই ইবাদত করা হয়, সেই তাগুত।

প্রধান প্রধান তাগুত

ইমাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহঃ) বলেন, তাগুতের সংখ্যা অনেক। তবে পাঁচ ধরণের তাগুত নেতৃত্বের আসনে রয়েছে। যেমন-

১। গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান।
২। আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসক।
৩। আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফয়সালা করে।
৪। আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যক্তি ইলমে গায়েব জানে বলে দাবী করে।
৫। আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয়।

নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলোঃ

১। গায়রুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু) ইবাদতের দিকে আহবানকারী শয়তান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

অর্থঃ হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা ইয়াসীন ৩৬ঃ৬০)

শয়তান দুই প্রকার। যথাঃ মানুষ শয়তান এবং জ্বিন শয়তান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ- مَلِكِ النَّاسِ- إِلَهِ النَّاسِ- مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ-
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ- مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

অর্থঃ বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের, মানুষের ইলাহর। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জ্বিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে। (সূরা নাস)

জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান তাদের কর্মের কারণে এই শ্রেণীর তাগুতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা বাতিন (রহঃ) বলেন, আল্লাহ ব্যতীত সকল মাবুদ (উপাস্য), সব গোমরাহীর প্রধান, যে বাতিলের দিকে আহ্বান জানায়, বাতিলকে সৌন্দর্য মন্ডিত করে এরা সকলেই তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে গণক, যাদুকর ও কবরবাসীসহ অন্যান্য বস্তুর উপাসনার ক্ষেত্রে যারা অগ্রনী ভূমিকা পালন করছে (কবর, মাযার ইত্যাদির খাদেম) তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল। (মাজমুআতুত তাওহীদ ১৭৩/১ পৃষ্ঠা)

জ্বিন শয়তান শ্রেণীর তাগুত হচ্ছেঃ

জ্বিন শয়তানের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে এবং অন্যের ইবাদত করতে প্রেরণা যোগায় বরং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে নিজেই ইবাদত নেয় তারা তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। জ্বিন শয়তানেরা যেভাবে অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে কিংবা প্রেরণা যোগায়-

গণকদেরকে গায়েবের (অদৃশ্য) সংবাদ প্রদানের নামে সত্য মিথ্যা মিশ্রিত খবর প্রদান করে যার কারণে মানুষ গণকদের কাছে যায় এমন বিষয় (গায়েব) জানার জন্য যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ জানে না।

শয়তান মানুষকে ধোকা দেয়, প্ররোচনা দেয়, মানুষের মনে কুহক জাল সৃষ্টি করে মূর্তি, মাযার, পীর-ফকির, গাছ-পাথর ইত্যাদির জন্য মানত, সেজদা, দোয়া এসব

ইবাদত করার জন্য এবং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে শয়তানই এসব ইবাদত গ্রহণ করছে।

বিভিন্ন চরমপন্থী সূফী (মরমী) বিধানের শাইখগণ (সর্দারগণ)। তাদের অনেকে দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহূর্তের মধ্যে বহু দূরত্বে অতিক্রম করতে, শূন্য হতে খাদ্য অথবা অর্থ হাজির করতে পারে বলে মনে হয়। তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ঐ সব জাদুর ভেলকিকে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। তাদের উপর মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করে, পীরদের জন্য তাদের অর্থ ও জীবন স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে। এই সব ঘটনার পিছনে গোপন এবং অশুভ জ্বিন জগৎ লুকিয়ে রয়েছে।

মানুষ শয়তান শ্রেণীর তাগুতঃ

মানুষদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান জনায়, উৎসাহিত করে তারা এ শ্রেণীর তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। এরা হচ্ছে- সেসব পীর এবং মাযারের খাদেমরা যারা মানুষকে পীর ও মাযারকে সিজদা দিতে, মানত করতে, দোয়া করতে, ভয় করতে আহ্বান জানায় এবং উৎসাহিত করে, এগুলোকে সুন্দর করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সেসব নেতা যারা মানুষকে প্রচলিত গণতান্ত্রিক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে এবং প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য আহ্বান জানায়, উৎসাহিত করে, চাপ প্রয়োগ করে, বাধ্য করে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে নেতা মানুষকে কুফরীর এবং শিরকের দিকে আহ্বান করে এবং বাধ্য করে। যেহেতু আল্লাহই একমাত্র আইন-বিধান দাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সে তার দলের নেতাদের সার্বভৌম ক্ষমতায় বা আইন-বিধান রচনাকারীর আসনে বসাবার জন্য আহ্বান করে, চাপ প্রয়োগ করে প্রকারান্তরে সে তার দলীয় নেতাদের রবের আসনে বসাতে আহ্বান করে এবং চাপ প্রয়োগ করে।

২। আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী জালেম শাসক।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেন নি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিরোধপূর্ণ বিষয়কে ফয়সালার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়, অথচ তাদের প্রতি তাকে (তাগুতকে) অমান্য করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা নিসা ৪ঃ৬০)

আল্লাহ আমাদের একমাত্র রব। তিনি তাঁর কার্যাবলী, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে একক। যে কেউ আল্লাহর কার্যাবলী, ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের কোন একটি তার নিজের জন্য দাবী করবে যেটা আল্লাহর অধিকার, তাহলে সে তাগুতে পরিণত হবে। আল্লাহ সার্বভৌমত্বের একক অধিকারী, আল্লাহর এ কর্তৃত্বে কারও বিন্দুমাত্র শরীক নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً

অর্থঃ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী; তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌমত্বে তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে। (সূরা ফুরকান ২৫ঃ২)

আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র আইন বিধানদাতা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

অর্থঃ বিধান দেবার অধিকার আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা ইউসুফ ১২ঃ৪০)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ

অর্থঃ জেনে রেখো সৃষ্টি এবং বিধান তারই। (সূরা আ'রাফ ৭ঃ৫৪)

আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বে কেউই শরীক নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ

অর্থঃ সার্বভৌমত্বে তার কোন শরীক নেই। (সূরা ফুরকান ২৫ঃ২)

আল্লাহর আইন-বিধান কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

অর্থঃ আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পশ্চাতে নিক্ষেপ বা রদকারী কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণ করেন। (সূরা রাদ ১৩ঃ৪১)

সুতরাং আল্লাহর আইন-বিধানের এ সার্বভৌম অধিকারের ক্ষেত্রে যে ব্যক্তিই সীমালঙ্ঘন করবে সে তাগুতে পরিণত হবে। কারণ সে আল্লাহর খাস অধিকারের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করেছে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ফেরআউনকে তাগুত বলেছেন। সে প্রকাশ্যে নিজেকে 'রব' ঘোষণা করেছিলো তা কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَحَشَرَ فَنَادَى- فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

অর্থঃ দেশবাসীকে জড় করে সে ভাষণ দিলো, অতঃপর সে বললো, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড় 'রব'। (সূরা নাযিয়াত ৭৯ঃ২৩-২৪)

এখন কথা হলো, ফেরাউন নিজেকে 'রব' বলতে কী বুঝিয়েছে? সে কি দাবী করেছিল যে, সে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছে, মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছে কিংবা পাহাড়-পর্বত যমীনের বুকে গেড়ে যমীনকে সে স্থিতিশীল করে রেখেছে? না, এমন দাবী সে কখনো করেনি। সে যদি এমন দাবী করতো তাহলে তার সঙ্গী-সাথীরাই

তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিতো। বরং সে নিজেও বিভিন্ন পূজা-পার্বনে অংশ নিতো। তারও অনেক ধরনের ইলাহ, মাবুদ বা উপাস্য ছিলো। কুরআন থেকেই এর প্রমাণ দেখে নিন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ

অর্থঃ ফেরাউনের জাতির নেতারা (ফেরাউনকে) বললো, আপনি কি মূসা ও তার দলবলকে রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির সুযোগ দিবেন আর তারা আপনাকে ও আপনার ইলাহদের এভাবে বর্জন করে চলবে? (সূরা আ'রাফ ৭ঃ১২৭)

দেখুন আয়াত সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, তারও অনেক ইলাহ বা উপাস্য ছিলো। তাহলে তার 'রব' দাবী বলতে আসলে কী বুঝায়? রব বলে সে কী দাবী করেছিলো? সরাসরি আল্লাহর কুরআনই আমাদেরকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছে যে, ফেরাউনের দাবী ছিল সার্বভৌমত্বের দাবী। সারা পৃথিবীতে নয় তার দাবী ছিল কেবল মিশরের শাসন ক্ষমতার উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্যের দাবী। তার দাবী ছিলো মিশরের সাধারণ জনগণের জন্যে তার ইচ্ছানুযায়ী যেমন খুশী তেমন আইন-কানুন ও মূল্যবোধ নির্ধারণের ক্ষমতার দাবী। দেখুন কুরআন কী বলেছে,

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

অর্থঃ ফেরাউন তার জাতির উদ্দেশ্যে (এক) ভাষণ দিলো। সে বলল, মিশরের সার্বভৌমত্ব কি আমার নয়? তোমরা কি দেখছো না যে, এই নদীগুলো আমার (রাজত্বের) অধীনেই বয়ে চলছে.....। (সূরা যুখরুফ ৪৩ঃ৫১)

কোরআনের আয়াতগুলো এবং বাস্তব প্রেক্ষাপট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, চক্র বা যে কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো তাকে বা তাদেরকে 'রব' বানিয়ে নেয়া। কারণ অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া মানেই হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে আইন-কানুন রচনা করার অধিকারসহ নিরঙ্কুশ শাসন কর্তৃত্ব তাদের হাতে তুলে দেয়া। কুরআনের আলোকে মানুষ কিভাবে মানুষের 'রব' হয়ে যায় তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে মানব জাতির অতীত ইতিহাসেই শুধু নয়

বর্তমান বিশ্বেও অসংখ্য (মিথ্যা) রবের পদচারণা আমরা সচরাচর দেখতে পাই। তবে তারা শুধু মুখ দিয়ে বলে না যে, আমরা তোমাদের 'রব'। বর্তমানে যারা এ তাগুত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

- যেসব জালেম শাসকেরা আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে নিজেরা আইন দিচ্ছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা চুরির ক্ষেত্রে বিধান দিয়েছেন।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থঃ যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের সাজা হিসেবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে হুশিয়ারী। আল্লাহ পরাক্রান্ত, জ্ঞানময়। (সূরা মায়েদা ৫ঃ৩৮)

অথচ বর্তমানে এসব শাসকরা বিধান দিয়েছে চুরির শাস্তি হচ্ছে জেল বা জরিমানা। এমনিভাবে অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে দেখুন ডাকাতির দন্ড, ব্যভিচারের দন্ড, সন্ত্রাস দমন আইন, বিবাহ বিধিসহ আরো অনেক বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা যে বিধান আল-কুরআনের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন, তা বাদ দিয়ে তারা নিজেদের মনমতো দন্ড বিধি বা আইন তৈরী করে নিয়েছে।

- যেসব শাসকেরা আল্লাহর হালাল-হারামের বিধানকে পরিবর্তন করেছে তারাও তাগুতের অন্তর্ভুক্ত। তারা নিজেদের মিথ্যা রবের আসনে বসিয়েছে। তারা কিভাবে তাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছিলো তা আমরা সরাসরি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর করা এই আয়াতের তাফসীরের আলোকে একেবারে স্পষ্ট করে বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। তিরমিযীতে উদ্ধৃত হাদীসে আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) বলেন, আমি একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে দেখলাম তিনি সূরা তাওবার এই আয়াতটি তেলাওয়াত করছিলেনঃ

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ

অর্থঃ তারা তাদের সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজক (পীর, নেতৃস্থানীয় লোকদেরকে) আল্লাহর পরিবর্তে 'রব' বানিয়ে নিয়েছে.....। (সূরা তাওবাহ ৯ঃ৩১)

অতঃপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা শোনো তারা তাদেরকে (শাব্দিক অর্থে) পূজা/উপাসনা করতো না, কিন্তু তারা যখন মনগড়া

ভাবে কোন কিছুকে বৈধ ঘোষণা করতো, জনগণ তা মেনে নিত, আর যখন কোনো কিছুকে অবৈধ ঘোষণা করতো, তারা তা অবৈধ বলে মেনে নিতো।

তাফসীরে ইবনে কাসীরে ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে জারীরের সূত্রে আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তার কাছে ইসলামের দাওয়াত আসার পরে প্রথমে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন, পরে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে তিনি এলেন তখন তার গলায় ক্রুশ ঝুলানো ছিলো। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখিত আয়াতটি পড়ছিলেন। আদী (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাবরা (ইহুদী ও খৃষ্টানরা) তো আলেম/দরবেশদের পূজা উপাসনা করতো না! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা সত্য। তবে তারা মনমতো কোনো কিছুকে বৈধ কিংবা অবৈধ ঘোষণা করলে জনগণ তা নির্বিচারে মেনে নিতো। এটাই তাদের পূজা-উপাসনা/ইবাদত।
বর্তমান তাগুতী (সীমালঙ্ঘনকারী) সরকার ব্যবস্থায় এর উদাহরণ দেখুনঃ মদ, লটারী, সুদ, বেপর্দা, নারী নেতৃত্ব, বেশ্যাবৃত্তি (ব্যভিচার) এমন আরো অসংখ্য বিষয় রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তা'আলা কঠোর ভাবে ঘোষণা করেছেন, পক্ষান্তরে এই তাগুতী সরকার এগুলোকে বৈধতার সার্টিফিকেট দিয়েছে।

৩। আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত বিধান ছাড়া যে বিচার-ফয়সালা করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থঃ যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার ফয়সালা করে না তারাই কাফের। (সূরা মায়েদা ৫ঃ৪৪)

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কিতাব ছাড়া যার কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগুত নামে আখ্যায়িত করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার-ফয়সালাকারীই তাগুত। (মাজমু উল ফাতওয়া ৭০১/৭৮ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আবা-বাতিন (রহঃ) বলেন,"আল্লাহ এবং তার রসূলের পরিপন্থী সব জাহেলী আইনের মাধ্যমে যারা মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করে তারাও তাগুতের মধ্যে শামিল।" (মাজমুআতুত তাওহীদ)

পূর্ববর্তী শ্রেণীর তাগুতের বিশ্লেষনের ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি যে, আইন বিধান দান হচ্ছে রব হিসেবে আল্লাহর একক অধিকার, এ ক্ষেত্রে কেউ তার শরীক নেই, হতে পারে না। কারণ তিনিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি মানব জাতির কল্যানার্থে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান দিয়েছেন। অথচ বর্তমানে এমন অনেক বিচার আছে যারা আল্লাহর এসব বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিচ্ছে, এ কারণে তারা তাগুতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যারা এ শ্রেনীর তাগুত-

সমাজের মধ্যে এরূপ কিছু নেতা শ্রেনীর লোক আছে যারা মনগড়া বিধানে বিচার ফয়সালা করে। সমাজে যখন কোন বিচার ফয়সালা সংঘঠিত হয় তখন মানুষ এদেরকে জড়ো করে এদের কাছে ফয়সালা চায়, তখন এরা নিজেদের মনমতো বিধান দিয়ে অপরাধের বিচার করে। যেমন চুরির অপরাধের বিচার হচ্ছে হাত কাটা। কিন্তু এদের কাছে যখন মানুষ যায়, তখন এরা চুরির অপরাধের জন্য বিধান দেয়-চোরকে এতোটা জুতার বাড়ি, এতো টাকা জরিমানা কিংবা জুতার মালা দিয়ে হাটানো, পায়ে আক দেয়া, নাকে ক্ষত দেয়া ইত্যাদি। আবার যেনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর ফয়সালা হচ্ছে - যেনাকার অবিবাহিত হলে একশো দোররা মারা আর যদি বিবাহিত হয় তবে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম করা) এবং একদল মুমিন সেটা প্রত্যক্ষ করা। অথচ এদের কাছে যখন উক্ত অপরাধের বিচার চায় তখন এরা বিধান দেয়- যেনাকারের জন্য এতো হাজার টাকা জরিমানা, সমাজ বহির্ভূত করা অথবা ছেলে মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। এরূপভাবে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে এরা তাগুতে পরিণত হয়েছে আর মানুষ তাদের সেই বিধানকে গ্রহণ করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

অর্থঃ তাদের কি এমন কোনো শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীন সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই জালেমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (সূরা শূরা ৪২ঃ২১)

৪। আল্লাহ ব্যতীত যে ব্যাক্তি ইলমে গায়েব জানে বলে দাবি করে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً

অর্থঃ তিনি আলিমুল গায়েব (অদৃশ্যের জ্ঞানী) বস্তুতঃ তিনি স্বীয় গায়েবের (অদৃশ্য) খবর কারো কাছে প্রকাশ করেন না। (সূরা জ্বিন ৭২ঃ২৬)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ

অর্থঃ তার কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। (সূরা আনআম ৬ঃ৫৯)

সুতরাং عَالِمُ الْغَيْبِ বা অদৃশ্যের জ্ঞানী একমাত্র আল্লাহই, এটা তাঁর একক ক্ষমতা। এখন কেউ যদি দাবী করে সে গায়েব জানে কিংবা দাবী না করেও যদি গায়েবের কথা বলে সে নিশ্চিত ভাবে তাগুতে পরিণত হবে।

৫। আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা হয় এবং এ ইবাদত গ্রহণে যে রাজী বা সন্তুষ্ট থাকে। এর দলীল, আল্লাহর বাণীঃ

وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّيٓ إِلَهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ

অর্থঃ তাদের যে ব্যাক্তি বলে যে, আল্লাহ ব্যতীত আমিই উপাস্য, তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি দিব। আমি জালিমদেরকে এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।
(সূরা আম্বিয়া ২১ঃ২৯)

ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ) বলেন, তাগুত হচ্ছে এমন কেউ যার প্রতি বান্দাহ (আবদ) সীমালঙ্ঘন করে, সেটা কাউকে ইবাদত করা বা অনুসরণ করা বা মান্য করা যাই হোক না কেন। (ই'লামুল মুকিঈন)

ইমাম মালেক (রহঃ) তাগুতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেনঃ

الطَّاغُوتُ مَا يَعْبُدُ مِن دُونِ اللّهِ

অর্থঃ এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাগুত বলা হয়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যার ইবাদত করা হয়। (ফতহুল ক্বাদীর, আল্লামা শাওক্বানী)

এ শ্রেনীর তাগুত হচ্ছে-

সে পীর-ফকির তথাকথিত ওলী আওলিয়ারা যাদেরকে মানুষ সিজদা করে, তাদের নামে মানত করে, তাদেরকে ভয় করে, তাদের কাছে সাহায্য চায়, বিপদে-আপদে আশ্রয় চায়, তাদেরকে আল্লাহর চাইতে বেশী মুহাব্বত করে, কুরআন-সুন্নাহর চাইতে তাদের কথাকে বেশী প্রাধান্য দেয় তথা আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্টচিত্তে সেগুলোকে মেনে নিচ্ছে কিংবা সে যদি নিরবও থাকে তবুও সে এ শ্রেনীর তাগুতের অন্তর্ভুক্ত হবে। এ ইবাদতগুলোর কোনো একটিও যদি কেউ কারও জন্য নিবেদন করে আর সেটা মেনে নেয় তাহলেও সে তাগুতের অন্তর্ভূক্ত হবে।

তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করা, এটি শিরক এবং কুফরী

প্রথম প্রমাণঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিবাদপূর্ণ বিষয়কে মিমাংসার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সূরা নিসা ৪ঃ৬০)

আয়াতের প্রথম প্রামাণ্য দিকঃ "ইবাদত" ক্রিয়ার পর যদি মূর্তি অথবা প্রতিমা কিংবা তাগুতের উল্লেখ আসে, এরপর যদি তাগুতকে অস্বীকার করা এবং তা থেকে নিরাপদে থাকার নির্দেশ আসে, তাহলে উক্ত ক্রিয়াটি আল্লাহ তা'আলার জন্য খাঁটি এবং খালেস ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং এই ইবাদতকে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে (ইবাদতকারী) শিরকে আকবার অর্থাৎ জঘণ্য শিরকে পতিত হবে।

শাইখ সুলাইমান বিন আবদুল্লাহ আল শাইখ তার تيسير العزيز الحميد নামক গ্রন্থের ৪১৯ পৃষ্ঠায় বলেন, এ আয়াতটির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়ার কাজটি পরিত্যাগ করা ফরয। এবং যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালার জন্য যাবে সে মুমিন তো নয়ই, এমনকি সে মুসলিমও নয়।

আয়াতের দ্বিতীয় প্রামাণ্য দিকঃ যে ব্যক্তি বিচার-ফয়সালা তাগুতের কাছে প্রার্থনা করলো, সে তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলো না। আর যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করতে পারলো না, সে মূলতঃ তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ করলো।

আল্লামা জামালুদ্দিন আল কাসেমী তার বিখ্যাত محاسن التاويل নামক গ্রন্থে সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ

অর্থঃ তারা চায় বিচার-ফয়সালা তাগুতের কাছে নিয়ে যেতে, অথচ তাকে (তাগুতকে) অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাগুতের নিকট বিচার ফয়সালা চাওয়াকে তাগুতের প্রতি ঈমান পোষণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, তাগুতের প্রতি ঈমান আনয়নের অর্থই আল্লাহকে অস্বীকার করা, ঠিক যেমনটি তাগুতকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

শাইখ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শাইখ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ আল্লাহর এই বাণী উল্লেখ করে বলেন, তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার অর্থই হচ্ছে তাগুতের প্রতি ঈমান আনা। (ফাতহুল মাজীদ)

আয়াতের শেষাংশে বর্ণিত শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে বর্ণনা করেছেন যে, বিচার ফয়সালা চাওয়ার কাজটি শিরকে আকবার (বড় শিরক) যা জঘণ্যতম গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতা। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত বা বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধানের মধ্যে বিচার-ফয়সালা প্রার্থনা করল, সে মারাত্মক গোমরাহীতে পতিত হলো। কেননা আল্লাহর বিধানকে বাদ দিয়ে বিচার ফয়সালা চাওয়া বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয় প্রমাণঃ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ

অর্থঃ বিধান দেয়ার একচ্ছত্র ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। এটাই সঠিক দ্বীন; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানে না। (সূরা ইউসুফঃ ১২ঃ৪০)

আল্লাহই একমাত্র রব, তিনিই একমাত্র বিধানদাতা, এ অধিকার শুধুমাত্র তারই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাই বিধানদাতা এ বিশ্বাসের অপরিহার্য দাবী হচ্ছে বিচার ফয়সালা চাওয়া নামক ইবাদতও তাঁরই উদ্দেশ্যে করা। এ ইবাদত যদি আল্লাহর আইন ও শরীয়তকে বাদ দিয়ে করা হয়, তাহলেও এটা হবে শিরকে আকবার বা বড় ধরণের শিরক।

শাইখ আবদুর রহমান আস সাদী কিতাবুত তাওহীদ এর উপর লেখা তার বই القول السديد এ সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলকে বাদ দিয়ে বিচার-ফয়সালা অন্য কোন বিধান বা ব্যক্তির কাছে চায়, তাহলে সে ঐ প্রার্থীত ব্যক্তি বা মতাদর্শকে রব বানিয়ে নিয়েছে এবং তাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা চেয়েছে।

আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাগুতকে বর্জনের অপরিহার্যতা

প্রত্যেক ব্যক্তির এই জ্ঞান থাকা উচিৎ যে, সমস্ত জীব ও জড়ের সূচনা ও কর্তৃত্ব মহান আল্লাহর। সলাত, যাকাত বা অন্যান্য ইবাদতের পূর্বে যে দৃঢ় ব্যাপার মহান আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ) এর সন্তানদের আদেশ করেছেন তা হলো আল্লাহ তা'আলার একত্বের প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং অন্য সমস্ত উপাস্যগুলোকে (তাগুত) পরিত্যাগ ও অস্বীকার করা। এর জন্যই আল্লাহ তা'আলা জীব সৃষ্টি করলেন, নবীদের প্রেরণ করলেন, আসমানী কিতাবগুলো নাযিল করলেন এবং আদেশ দিলেন জিহাদ ও শাহাদাতের। এর জন্যই মহান আল্লাহর বান্দা ও শয়তানের অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে শত্রুতা আর এর দ্বারাই মুসলিম জাতি ও সঠিক খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

অর্থঃ আমি সৃষ্টি করেছি জীন এবং মানুষকে এইজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। (সূরা যারিয়াত ৫১ঃ৫৬)

এর অর্থ হচ্ছে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

অর্থঃ আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি তো প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল ১৬ঃ৩৬)

কোন ইলাহ নেই আল্লাহ ব্যতীত (আক্ষরিক কোন উপাস্য বা ইবাদতের যোগ্য কোন কিছু বা কেউ নাই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া), এই বিশ্বাস হচ্ছে ইসলামের মূল বা ভিত্তি।

এই বিশ্বাসের অবর্তমানে কোন দাওয়া, জিহাদ, সলাত, সাওম, যাকাত বা হজ্জ কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তিকেই জাহান্নামের আগুন থেকে বাচাঁনো যাবে না যদি না সে এই ভিত্তির প্রতি ঈমান না এনে থাকে। কারণ এটাই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের প্রতি আদেশকৃত অলঙ্ঘনীয় ভিত্তি। এই

ভিত্তির অবর্তমানে দ্বীন-ইসলামের অন্যান্য স্তম্ভগুলো কোন ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

অর্থঃ যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মযবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়।

(সূরা বাকারাহ ২ঃ২৫৬)

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

অর্থঃ যারা তাগুতের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমূখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ। অতএব সুসংবাদ দাও আমার বান্দাদেরকে।

(সূরা যুমার ৩৯ঃ১৭)

লক্ষ্য করুন কেমন করে আল্লাহ তা'আলা তার নিজের প্রতি ঈমান আনার পূর্বে সকল (মিথ্যা) উপাস্যদের অস্বীকার ও অবিশ্বাস করার কথা বলেছেন, যেমন তিনি ঈমান আনয়নের পূর্বে কুফরকে ত্যাগ করার কথা বলেছেন।

তাগুতকে চেনার পর নিশ্চয়ই তাগুতকে অস্বীকার করার অপরিহার্যতা কি বুঝতে পারছেন। কারণ এটা অসম্ভব যে, কোন ব্যাপারে বিশ্বাস করা, যতক্ষন না এ বিশ্বাসের বিপরীত কোন কিছুকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা হয়, উদাহরণ স্বরূপ কেউ যদি দাবী করে, 'আমি এক ইলাহকে বিশ্বাস করি'। অতঃপর সে বলল, 'আমি দুই ইলাহকে বিশ্বাস করি'। ঐ ব্যক্তির দ্বিতীয় উক্তি প্রথম স্বীকারোক্তিকে মিথ্যায় পরিণত করে বা অস্বীকার করে। কারণ দ্বিতীয় উক্তি প্রথম উক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত। এর অর্থ হচ্ছে তার একটা দাবী মিথ্যা অথবা উভয়টিই মিথ্যা। এজন্যই ঐরকম উক্তি সত্যকে মিথ্যা এবং অগ্রহনযোগ্য করে দেয়। সুনিশ্চিত সত্য একটা ব্যাপারে দু'টি বিপরীতমুখী দিক থাকতে পারে না, যা ঐ নিশ্চিত বিষয়কে অস্বীকার করে।

তাগুতকে অস্বীকার করা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের অনিবার্য দাবী। তাওহীদের প্রথম রুকনই হচ্ছে তাগুতকে অস্বীকার করা, সুতরাং তাগুতকে বর্জন না করলে আল্লাহর প্রতি ঈমানের দাবী হবে অর্থহীন। ঈমানের প্রথম স্তম্ভ

আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা দেয়া لا إله إلا الله । প্রথম অংশ لا إله অস্বীকার করে দ্বিতীয় অংশ إلا الله এর বিরোধী বা বিপরীত কোন কিছুকে। নীচের আয়াতটি এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় যে, তাগুতকে মেনে নেয়া এককভাবে আল্লাহর ইবাদত করার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

অর্থঃ আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার এবং তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য। (সূরা নাহল ১৬ঃ৩৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করল না সে নবীদের মূল দাওয়াতকে অস্বীকার করল এবং মূলতঃ আল্লাহর ইবাদত করতে অস্বীকার করল। কারণ প্রত্যেক নবী তাদের কওমকে তাগুতের ইবাদতকে পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহবান জানিয়েছিলেন। এখন কেউ যদি নিজেকে ঈমানদার দাবী করে তাকে অবশ্যই তাগুতকে বর্জন করতে হবে। কারণ যে কালেমার স্বীকৃতি দিয়ে সে ইসলামে এসেছে সে কালিমার প্রথমাংশ لا إله ঘোষণা করার মাধ্যমে যাবতীয় বাতিল মা'বুদকে অর্থাৎ তাগুত বর্জনের দৃঢ় ঘোষণা দিয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশ إلا الله ঘোষণার মাধ্যমে একমাত্র আল্লাহকেই ইলাহ হিসেবে মেনে নিয়েছে। সুতরাং তাগুতকে বর্জন না করলে ঈমানের দাবী মিথ্যা প্রমাণিত হবে। যারা এই তাগুতদের মানে তারা আল্লাহকে মানতে পারে না, আর যারা আল্লাহকে মানে তারা তাগুতদের মানতে পারে না। তবে হ্যাঁ এমন অনেক ব্যক্তি আছে আল্লাহকে মানে আবার তাগুতদেরকেও মানে, কিন্তু আসলে যে আল্লাহকে মানা হয় না এ বোধ তাদের নেই। আর বর্তমানে অধিকাংশ লোকদের অবস্থাই এরকম। উদাহরণর স্বরূপ, কোরআন মাজীদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ ব্যক্তির ঈমানের মূল্যহীনতার কথা বলেছেন যে ব্যক্তি নিজেকে ঈমানদার দাবী করে আবার তাগুতের কাছে বিচার-ফয়সালা চায়, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً

অর্থঃ আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান আনয়ন করেছে। তারা বিবাদপূর্ণ বিষয়কে মিমাংসার জন্য তাগুতের দিকে নিয়ে যেতে চায়; অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তারা তাকে (তাগুতকে) মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করতে চায়। (সূরা নিসা ৪ঃ৬০)

যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে কিংবা আল্লাহর পাশাপাশি তাগুতের ইবাদত করে তাদের উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواْ سَبِيلاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيراً

অর্থঃ তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগুতকে এবং কাফেরদেরকে বলে যে, এরা মুসলমানদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে এরা হলো সে সমস্ত লোক, যাদের উপর লা'নত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। বস্তুতঃ আল্লাহ যার উপর লা'নত করেন তুমি তার কোন সাহয্যকারী খুঁজে পাবে না। (সূরা নিসা ৪ঃ৫১-৫২)

আর যারা তাগুতের ইবাদত প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সুসংবাদ প্রদান করেছেন, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

অর্থঃ যারা তাগুতের ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর অভিমুখী হয়, তাদের জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। অতএব, সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে যারা

মনোনিবেশ সহকারে কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।

(সূরা যুমার ৩৯ঃ১৭-১৮)

যারা তাগুতের ইবাদত প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তাদের ওয়ালী হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হলো জাহন্নামের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

(সূরা বাকারাহ ২ঃ২৫৭)

তাগুতকে কিভাবে অস্বীকার করবেন

পাঁচ ভাবে তাগুতকে অস্বীকার করা অপরিহার্যঃ

১। তাগুতের ইবাদত বাতিল, এ আকীদা পোষণের মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

অর্থঃ এটা এ জন্য যে, আল্লাহই প্রকৃত সত্য। আর আল্লাহ ছাড়া তারা যাকে ডাকে তা বাতিল ও অসত্য। আল্লাহই সবার উচ্চে এবং আল্লাহই মহান।

(সূরা হজ্জ ২২ঃ৬২)

২। তাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

অর্থঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।

(সূরা নাহল ১৬ঃ৩৬)

৩। দুশমনি বা শত্রুতার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

অর্থঃ ইবরাহীম বললো, তোমরা এবং তোমাদের অতীত বাপ-দাদারা যে সব জিনিসের ইবাদত করে আসছো, সেগুলি কি কখনো তোমরা চোখ মেলে দেখেছো? এরা সবাইতো আমার দুশমন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামীন ছাড়া।

(সূরা আশ শুআরা ২৬ঃ৭৫-৭৭)

৪। ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

অর্থঃ তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে সুন্দর আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করো, তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমরা যতক্ষণ না এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, ততক্ষণ তোমাদের ও আমাদের মধ্যে থাকবে চির শত্রুতা, ক্রোধ ও ঘৃণা।

(সূরা মুমতাহিনা ৬০ঃ৪)

৫। অস্বীকার বা কুফরী করার মাধ্যমে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ

অর্থঃ আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকো।

(সূরা নাহল ১৬ঃ৩৬)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا

অর্থঃ যে ব্যক্তি তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে সেই সুদৃঢ় হাতল ধারণ করেছে, যা কখনো ছিড়ে যাবে না। (সূরা বাকারাহ ২ঃ২৫৬)

তাগুতের ইবাদতকারী কাফির, মুশরিকদের সাথে আচরণ নীতি

যারা আল্লাহর পাশাপাশি তাগুতের ইবাদত করে তারা মুশরিক এবং কাফির, তাদের বেলায় আল বারা'আ (শত্রুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ) প্রযোজ্য। তাদের সাথে একজন ঈমানদারের আচরণ হবে নিম্নরূপ-

১। তাদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً

অর্থঃ হে ঈমারদারগণ! মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রমাণ দিতে চাও?

(সূরা নিসা ৪ঃ১৪৪)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللّهِ الْمَصِيرُ

অর্থঃ মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ছাড়া কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে ব্যতিক্রম যদি তোমরা তাদের নিকট থেকে সতর্কতা অবলম্বন কর। (সূরা আল ইমরান ৩ঃ২৮)

২। তাদের শাসন কর্তৃত্ব মেনে নেয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلِيُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ

অর্থঃ আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের কোন পথ রাখবেন না। (সূরা নিসা ৪ঃ১৪১)

মহান আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

অর্থঃ আর তুমি কাফির এবং মুনাফিকদের কথা মানবে না। (সূরা আহযাব ৩৩ঃ৪৮)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

অর্থঃ তিনি তাঁর রসূলকে হেদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে প্রেরণ করেছেন যেন একে সমস্ত দ্বীনের উপর বিজয়ী করতে পারেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে। (সূরা ছফ ৬১ঃ৯)

৩। তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা যাবে না, তাদের আনুগত্য করা যাবে না যদিও তারা পিতা কিংবা ভাই হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إِنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় পিতা ও ভাইদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে বেশী ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করবে তারা যালিম। (সূরা তাওবাহ ৯ঃ২৩)

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

অর্থঃ আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আনয়াম ৬ঃ১২১)

মহান আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন-

وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً

অর্থঃ আপনি কাফির ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না এবং তাদের উৎপীড়ন উপেক্ষা করুন ও আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ কার্যনির্বাহীরূপে যথেষ্ট। (সূরা আহযাব ৩৩ঃ৪৮)

৪। তারা তাগুত প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে কোন নুসরাহ (দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করার জন্য বস্তুগত সমর্থন) চাওয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالَّذِينَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ

অর্থঃ যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং স্বীয় মাল ও জান দ্বারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে এবং যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদেরকে সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। (সূরা আনফাল ৮ঃ৭২)

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি একজন মুশরিকের কাছে কখনই সাহায্য চাইব না।(সহীহ মুসলিম)

৫। মুসলিমরা তাদের নারীদের বিয়ে করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

অর্থঃ তোমরা মুশরিক মেয়েদেরকে কখনো বিয়ে করবে না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনবে। বস্তুতঃ একজন মু'মিন কৃতদাসী নারী, একজন মুশরিক শরীফজাদী নারী অপেক্ষাও উত্তম যদিও সে তোমাদের মোহিত করে। (সূরা বাকারা ২ঃ২২১)

৬। মুসলিম নারীদেরকেও তাদের সাথে বিয়ে দেওয়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

অর্থঃ আর তোমাদের নিজেদের কন্যাদেরকেও মুশরিকদের সাথে বিয়ে দিবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা ঈমান না আনবে। কেননা একজন ঈমানদার কৃতদাস, একজন উচ্চ বংশীয় মুশরিক অপেক্ষা অনেক ভাল, যদিও প্রথমত লোকটিকে তারা অনেক পছন্দ করে থাকে। কেননা তারা তোমাদেরকে জাহান্নামের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ তার নিজের অনুমতিক্রমে তোমাদেরকে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান জানান। (সূরা বাকারাহ ২ঃ২২১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন-

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

অর্থঃ দুঃশ্চরিত্র স্ত্রীলোক দুঃশ্চরিত্র পুরুষদের জন্য যোগ্য, এবং দুঃশ্চরিত্র পুরুষ লোক দুঃশ্চরিত্র স্ত্রী লোকদের জন্য যোগ্য। অনুরূপভাবে পবিত্র চরিত্রের স্ত্রী লোকদের জন্য পবিত্র চরিত্রের পুরুষ যোগ্য, এবং পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য পবিত্র স্ত্রীলোক যোগ্য। (সূরা নুর ২৪ঃ২৬)

৭। মুসলিমরা তাদের উত্তরাধিকারী হতে পারে না, তারাও মুসলিমদের উত্তরাধিকারী হতে পারবে না।

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "একজন মুসলিম একজন কাফিরের উত্তরাধিকারী হয় না অথবা একজন কাফির একজন মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না।" (সহীহ বুখারী, মুসলিম)

৮। মুসলিমরা মুশরিকদের জবাই করা গোশত খেতে পারে না।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

অর্থঃ যেসব জন্তুর উপর আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, সে জন্তুর গোশত তোমরা কখনো খাবে না, কেননা তা হচ্ছে জঘণ্য গোনাহের কাজ। (সূরা আনআম ৬ঃ১২১)

৯। মুসলিমরা তাদের পিছনে সলাত আদায় করতে পারে না।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"তোমাদের উপর প্রত্যেক মুসলিমের পিছনে সলাত আদায় বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।" (আবু দাউদ)

১০। তারা মারা গেলে তাদের জানাযা পড়া যাবে না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ

অর্থঃ আর তাদের কোন লোক মারা গেলে তাদের জানাযা তুমি কখনও পড়বে না, তার কবরের পাশে কখনও দাঁড়াবে না। কেননা তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করেছে। বস্তুতঃ তারা ফাসিক (নাফরমান) অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। (সূরা তাওবা ৯ঃ৮৪)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,"একজন মুসলিমের প্রতি আরেক জন মুসলিমের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে..... (একটি হচ্ছে) যখন সে মারা যায় তার দাফন কার্য অনুসরণ করবে।" (সহীহ মুসলিম)

১১। মুশরিকরা যখন মারা যায় তখন মুসলিমরা তাদের জন্য ক্ষমা চাইতে পারবে না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

অর্থঃ নবী ও ঈমানদারদের জন্য শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, যদিও তারা তাদের আত্মীয় স্বজন হয়; যখন তাদের সামনে একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।

(সূরা তাওবা ৯ঃ১১৩)

১২। তাদেরকে মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা যাবে না।

১৩। তারা মক্কায় হারাম শরীফে প্রবেশ করতে পারবে না।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

অর্থঃ হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ, মুশরিক লোকেরা নাপাক। অতএব এ বছরের পর যেন তারা মসজিদে হারামের পাশেও না আসতে পারে। (সূরা তাওবা ৯ঃ২৮)

১৪। ভ্রাতৃত্বের অধিকার ও কর্তব্য তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থঃ নিশ্চয়ই শুধুমাত্র মু'মিনরা পরস্পরের ভাই। (সূরা হুজরাত ৪৯ঃ১০)

১৫। তাদের হত্যার জন্য কিসাস নিতে একজন মুসলিমকে হত্যা করা যাবে না।

আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, সকল ঈমানদারদের রক্ত সমান, তাদের মধ্যে সবচেয়ে নীচতম ব্যক্তি তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে এবং তারা অন্যান্যদের বিরুদ্ধে একহাত। একজন মু'মিনকে একজন কাফিরের জন্য

হত্যা করা উচিত নয়, অথবা কেউ চুক্তিবদ্ধ থাকলে তার চুক্তি জারি থাকা পর্যন্ত তাকে হত্যা করা যাবে না। (আহমদ, আবু দাউদ)

১৬। তাদের ইবাদতের সকল কর্ম বাতিল (অকার্যকর) বলে গণ্য হবে।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থঃ আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি এই অহি (প্রত্যাদেশ) হয়েছে যে, আপনি যদি শিরক করেন তাহলে আপনার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সূরা যুমার ৩৯ঃ৬৫)

১৭। তাদের ঐসব বৈঠকাদিতে যোগদান করা যাবে না যেখানে দ্বীন ইসলামের কোন বিষয়ে হাসি ঠাট্টা করা হয়।

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِّثْلُهُمْ

অর্থঃ আর (তিনি) কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে (অন্য প্রসঙ্গে) চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। (সূরা নিসা ৪ঃ১৪০)

মহান আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন-

لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই অথবা তাদের গোত্রের লোকও হয়, এরাই সেইসব লোক যাদের অন্তরে আল্লাহ তা'আলা ঈমান লিখে (দৃঢ়মূল করে) দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিম্নদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর (নিজস্ব বাহিনী) দল। যেনে রেখ আল্লাহর দলের লোকই কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। (সূরা আল মুজাদালাহ ৫৮ঃ২২)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাগুত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতঃ তাগুত থেকে বেচে থাকার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ